রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ৩, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০

নং ৪৫-(আঃমঃ)(লেঃসঃ)(মুঃপ্রঃ)(অনুবাদ)—সরকার কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবণ্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর নিম্নরূপ বঙ্গানুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

[ইংরেজীতে প্রণীত এবং জানুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত সংশোধিত আইনের অনূদিত বাংলা পাঠ।]

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা অধ্যাদেশ, ১৯৭৯

১৯৭৯ সনের ২০ নং অধ্যাদেশ

[৩১শে মার্চ, ১৯৭৯]

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ।

যেহেতু, বাংলাদেশের জাতীয় বার্তা সংস্থা হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা ও উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থার সার্ভিস গ্রহণ, জাতীয় সংবাদ এবং ইহার সহিত সম্পর্কিত অথবা আনুষঙ্গিক বিষয়াদি গতিশীল করিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এক্ষণে, ২০ আগস্ট ১৯৭৫ এবং ৮ নভেম্বর ১৯৭৫ এর ঘোষণা অনুসারে এবং এতদুদ্দেশ্যে তাহার অর্পিত সকল ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(ক) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত সংস্থার পরিচালনা বোর্ড;

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ড এর চেয়ারম্যান;

(গ) "পরিচালক" অর্থ বোর্ড এর একজন পরিচালক;

(ঘ) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক" অর্থ বোর্ড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

(ঙ) "নির্ধারিত" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি অথবা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(চ) "সংস্থা" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা।

৩। **সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও সংবিধিবদ্ধকরণ।**—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা নামে একটি সংস্থা থাকিবে।

(২) ইহা একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা উক্ত নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **সংস্থার প্রধান কার্যালয়।**—(১) সংস্থার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) সংস্থা ইহার শাখাসমূহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে অন্যান্য স্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৫। **সংস্থার কার্যাবলী**।—সংস্থার কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ—

(ক) দেশ-বিদেশ হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া গণমাধ্যমের দ্বারা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তাহা প্রচার এবং জাতীয় সংবাদ বহির্বিশ্বে সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশের জাতীয় বার্তা সংস্থার দায়িত্ব পালন করা;

(খ) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থাসমূহ হইতে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক, কুটনৈতিক, অর্থনৈতিক, আর্থিক এবং বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংবাদ সংগ্রহ করা এবং অন্যান্য দেশের জাতীয় বার্তা সংস্থাসমূহের সহিত সংবাদ বিনিময় করা;

(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিশ্বের সকল গণমাধ্যম ও বার্তা সংস্থার নিকট সকল প্রকার সংবাদ, সাধারণ, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ফিচার ও ছবি বিক্রয় করা;

(ঘ) সংবাদ সংগ্রহ ও বিতরণ এবং ইহার সুবিধাদির জন্য আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা ও অন্যান্য দেশের জাতীয় বার্তা সংস্থার সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করা;

(ঙ) বার্তা সংস্থার ব্যবসার জন্য পরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করা; এবং

(চ) সংস্থার কার্যাবলী পরিচালনার সহিত সম্পর্কিত অথবা তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাদি ও বিষয়াদি সম্পাদন করা।

৬। **সংস্থার ব্যবস্থাপনা**।—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি এবং প্রবিধান অনুসারে সংস্থার সাধারণ নির্দেশনা, ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে যাহা সংস্থার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হইতে পারে এইরূপ সকল কার্য ও বিষয় সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড ইহার কার্যাবলী সম্পাদনকালে যথাসম্ভব সাধারণভাবে জনস্বার্থের প্রতি সচেতন থাকিয়া এবং সময়ে সময়ে সরকার প্রদত্ত সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশাবলী দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য সম্পাদন করিবে।

৭। **বোর্ডের গঠন**।—নিম্নলিখিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে—

(ক) একজন চেয়ারম্যান, যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন;

(খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(গ) তিনজন পরিচালক, যাহারা সরকার কর্তৃক যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ডাক, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগ হইতে নিযুক্ত হইবেন।

(ঘ) পাঁচজন পরিচালক, যাহারা সংস্থার নিকট হইতে সংবাদ গ্রহণ করে এইরূপ সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, যাহাদের মধ্যে অন্তত তিনজন অবশ্যই ঢাকা হইতে নিযুক্ত হইবেন; এবং

(ঙ) একজন প্রতিনিধি যিনি সংস্থার কর্মচারীগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

৮। **চেয়ারম্যান ও অন্যান্য পরিচালক নিয়োগের শর্ত**।—(১) ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য পরিচালক সরকারের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে, নিয়োগের তারিখ হইতে অনধিক তিন বৎসর দায়িত্ব পালন করিবেন, তবে স্থায়ী অক্ষমতা বা অন্য কোন কারণে সরকার কর্তৃক অপসারণযোগ্য হইবেন; এবং একজন অবসরগ্রহণকারী চেয়ারম্যান অথবা পরিচালক কেবল অপর এক মেয়াদে পুনঃনিয়োগের জন্য যোগ্য হইবেন।

(২) পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তি যখন তাহার জন্য নির্দিষ্ট স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব না করেন, তখন তিনি আর পরিচালক থাকিবেন না এবং তাহার পদ শূন্য বিবেচিত হইবে এবং অতঃপর উক্ত শূন্যপদ পূরণের জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত করা হইবে।

(৩) নব-নিযুক্তি দ্বারা একজন পরিচালকের শূন্যপদ পূরণ করা হইবে এবং এই ধরনের নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালক, তাহাকে যাহার শূন্যপদে নিয়োগ করা হইবে তাহার অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত দায়িত্বে থাকিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য পরিচালকগণ পারিশ্রমিক ব্যতীত দায়িত্ব পালন করিবেন, তবে বোর্ডের নির্ধারিত কোন কার্যে নিয়োজিত হইলে ভ্রমণ ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা যাইতে পারে।

৯। **পদ শূন্য হওয়া, অযোগ্যতা, ইত্যাদি**।—(১) কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান অথবা পরিচালক হইবেন না অথবা তাহার পদে বহাল থাকিবেন না, যিনি—

(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত কর্মচারী ব্যতীত সংস্থার কোন বেতনভুক্ত কর্মচারী;

(খ) যে কোন সময়ে এমন কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন যাহা সরকারের মতানুসারে, নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ; অথবা

(গ) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন; অথবা

(ঘ) সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্য আপাতত বলবৎ কোন আইনের অধীন বা দ্বারা অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষিত হন; অথবা

(ঙ) যে কোন সময়ে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হন বা হইয়াছেন; অথবা

(চ) চেয়ারম্যান কর্তৃক অথবা, চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক ছুটি মঞ্জুরি ব্যতীত, বোর্ডের একাদিক্রমে তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

(২) চেয়ারম্যান অথবা অন্য কোন পরিচালক অসুস্থতা বা অন্য কোন অক্ষমতা অথবা ঢাকায় অনুপস্থিতির কারণে যে কোন সময়ে তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে অথবা চেয়ারম্যান বা অন্য কোন পরিচালকের পদ কোন সময়ে শূন্য থাকিলে, সরকার তাহার স্থলে বা পদে নির্ধারিত শর্তে ও মেয়াদের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে অস্থায়ী নিয়োগ দিতে পারিবে।

১০। **বোর্ডের সভা**।—(১) নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক অন্যভাবেও বোর্ডের সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(২) চেয়ারম্যানসহ সাত জন পরিচালকের সমন্বয়ে বোর্ডের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত পরিচালকগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে এতদুদ্দেশ্যে নির্বাচিত করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভায় সকল বিষয়ে উপস্থিত পরিচালকগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৫) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক পরিচালকের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির একটি দ্বিতীয় অথবা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

১১। **কার্যধারার বৈধতা**।—(১) কেবলমাত্র কোন পদের শূন্যতা অথবা বোর্ড গঠনে কোন ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোন কার্য অথবা কার্যধারা অবৈধ হইবে না; এবং বোর্ডের কোন পদের শূন্যতা অথবা কোন কারণে কোন পরিচালকের সাময়িক অনুপস্থিতি অন্যান্য পরিচালকগণের কার্য সংঘটনের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

(২) চেয়ারম্যান অথবা পরিচালক হিসাবে সরল বিশ্বাসে কৃত সকল কার্য বৈধ হইবে, যদিও পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয় যে, কোন ত্রুটি বা অযোগ্যতার কারণে উক্ত নিযুক্তি অবৈধ ছিল অথবা আপাতত বলবৎ কোন আইন অনুসারে তিনি অপসারিত হইয়াছিলেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান অথবা কোন পরিচালকের নিযুক্তি অবৈধ ছিল অথবা তাহারা অপসারিত হইয়াছিলেন মর্মে প্রদর্শিত হইলে, এই ধারার কোন কিছুই তাহাদের কোন কার্যকে বৈধতা প্রদান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

১২। **ব্যবস্থাপনা পরিচালক**।—(১) সরকার, তৎকর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ ও শর্তে, সাংবাদিকতায় ন্যূনতম পনের বৎসরের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এইরূপ কোন সাংবাদিককে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত করিবে এবং তিনি সংস্থার প্রধান সম্পাদকও হইবেন।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা এবং সংস্থার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তাও হইবেন, এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, তিনি সংস্থার কর্মকাণ্ড এবং তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করিবেন, এবং সংস্থার কার্যাবলী সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত কারিগরী বা অন্যবিধ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের তদারকি ও পরিচালনা করিবেন, এবং বোর্ড কর্তৃক তাহার উপর অর্পিত অথবা নির্ধারিত কর্তব্যও সম্পাদন করিবেন।

১৩। **কর্মকর্তা নিয়োগ, ইত্যাদি**।—(১) সংস্থা ইহার কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ ও শর্তে, যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে এবং তৎকর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট স্থায়ী আদেশ দ্বারা, ইহার কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ এবং তাহাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

১৪। **ক্ষমতা অর্পণ।**—বোর্ড, লিখিতভাবে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা আদেশে উল্লিখিত নির্ধারিত পরিস্থিতি ও শর্তে, যদি থাকে, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, ইহার উপর অর্পিত ক্ষমতা সংস্থার চেয়ারম্যান বা কোন পরিচালক অথবা কোন কর্মকর্তা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

১৫। **দায়মুক্তি, ইত্যাদি।**—সংস্থার চেয়ারম্যান, প্রত্যেক পরিচালক এবং প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাহার স্বেচ্ছামূলক কার্য ও বিচ্যুতি ব্যতীত, সংস্থায় কর্তব্য সম্পাদনের ফলে কোনরূপ ক্ষতি ও ব্যয় সংঘটিত হইলে তজ্জন্য তিনি বা তাহারা দায়মুক্ত থাকিবেন।

১৬। **সংস্থার তহবিল।**—(১) সংস্থার একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে যাহা উহার কার্যাবলী সম্পর্কিত ব্যয় নির্বাহে ব্যবহৃত হইবে।

(২) সংস্থার তহবিলের উৎস হইবে—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরি;

(খ) সরকার হইতে গৃহীত ঋণ;

(গ) সংবাদ গ্রাহকদের ফি;

(ঘ) উপহার ও দান;

(ঙ) সংবাদ নিবন্ধ, ফিচার, ছবি এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য জিনিসের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও রয়্যালটি;

(চ) এজেন্সি, ফাউন্ডেশন ও সংগঠনের মঞ্জুরি ও চাঁদা; এবং

(ছ) অন্যান্য উৎস।

(৩) সংস্থার সমুদয় অর্থ বোর্ডের অনুমোদিত কোন ব্যাংকে বা ব্যাকসমূহে জমা রাখিতে হইবে।

১৭। **বাজেট।**—সংস্থা প্রত্যেক অর্থবৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে প্রতি অর্থবৎসরের প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় এবং সেই অর্থবৎসরে সরকারের নিকট হইতে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে তাহা উল্লেখপূর্বক, একটি বাজেট অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।

১৮। **হিসাব।**—সংস্থা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ছকে হিসাব পরিচালনা করিবে।

১৯। **নিরীক্ষা।**—(১) নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংস্থার হিসাব প্রতি বৎসর বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মহা-হিসাব নিরীক্ষক বার্ষিক নিরীক্ষা ছাড়াও স্ব-উদ্যোগে অথবা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে অনুরোধের প্রেক্ষিতে, যখন প্রয়োজন মনে করেন তখন সংস্থার হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(২) নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে, মহা-হিসাব নিরীক্ষক অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সংস্থার সকল রেকর্ড, বহি, দলিলাদি, হিসাব, নগদ এবং সংস্থার অন্যান্য সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, যে কোন পরিচালক অথবা যে কোন কর্মকর্তা বা অন্যান্য কর্মচারীকে জিঙ্গাসাবাদ করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ নিরীক্ষাকালে মহা-হিসাব নিরীক্ষক অথবা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা যাচনা করিলে, সংস্থা ইহার হিসাব বহিসমূহ ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদি উপস্থাপন করিবে এবং কোন ব্যাখ্যা ও তথ্য যাচনা করিলে তাহাও সরবরাহ করিবে।

(৩) মহা-হিসাব নিরীক্ষক সংস্থা বরাবর অনুলিপিসহ সরকারের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করিবেন যাহাতে তিনি উল্লেখ করিবেন তাঁহার মতানুসারে, সংস্থার হিসাব যথাযথভাবে প্রণীত হইয়াছে কি না এবং তিনি যদি সংস্থার নিকট কোন ব্যাখ্যা বা তথ্য যাচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা প্রদান করা হইয়াছে কি না এবং তাহা সন্তোষজনক কি না।

(৪) সংস্থা নিরীক্ষায় উত্থাপিত যে কোন আপত্তির বিষয় সংশোধনের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন নির্দেশ পালন করিবে।

২০। **প্রতিবেদন, ইত্যাদি।**—(১) সংস্থা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে যাচিত রিটার্ন, প্রতিবেদন ও বিবরণী সরকারের নিকট সরবরাহ করিবে।

(২) সংস্থা প্রতি অর্থবৎসর সমাপ্ত হইবার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, মহা-হিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদনসহ ইহার সেই বৎসরের কার্যের হিসাবের প্রকৃত ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন এবং পরবর্তী অর্থবৎসরের জন্য প্রস্তাব সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত হিসাব ও বার্ষিক প্রতিবেদনের অনুলিপি সরকারী গেজেটে প্রকাশ এবং সংসদে পেশ করিতে হইবে।

২১। **সংস্থার বিলুপ্তি।**—কোম্পানী বা কর্পোরেশনের বিলুপ্তি সংক্রান্ত আইনের কোন বিধান সংস্থার বিলুপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতীত সংস্থা বিলুপ্ত হইবে না।

২২। **বিধি এবং প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) সরকার এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর করিবার লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) সংস্থা এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর করিবার লক্ষ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যে সকল বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় মনে করিবে, সেই সকল বিষয়ে, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী এবং সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধান সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং এইরূপ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহা বলবৎ হইবে।

২৩। **সম্পদের হস্তান্তর, ইত্যাদি।**—এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর, আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে অথবা কোন চুক্তিতে বা সমঝোতায় অথবা কোন দলিলে অথবা প্রজ্ঞাপনে অথবা আদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,—

(ক) বাংলাদেশ (সম্পদ ও সম্পত্তি অর্পণ) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের পি.ও. নং-২৯) এর অধীন সরকারের নিকট অর্পিত বাংলাদেশে উক্ত বিলুপ্ত এসোসিয়েটেড প্রেস-এর সমস্ত সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধাদি, এবং সমস্ত অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি, নগদ অর্থ ও ব্যাংক স্থিতি জমা, মঞ্জুরি ও তহবিল এবং তৎসংশ্লিষ্ট বা উহা হইতে উদ্ভূত অন্য সকল প্রকার অধিকার ও স্বার্থ এবং সমস্ত হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড এবং তৎসম্পর্কিত যে কোন ধরনের দলিলাদি সংস্থায় হস্তান্তরিত এবং ন্যস্ত হইবে;

(খ) বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কিত উক্ত বিলুপ্ত এসোসিয়েটেড প্রেস-এর সকল প্রকার ঋণ, দায় ও দায়িত্ব সরকার, এতদ্‌বিষয়ে ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে উহা সংস্থার ঋণ, দায় ও দায়িত্ব হিসাবে গণ্য হইবে;

(গ) অধ্যাদেশটি প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশে কর্মরত উক্ত বিলুপ্ত এসোসিয়েটেড প্রেস-এর প্রত্যেক কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী সংস্থায় তাৎক্ষণিক স্থানান্তরিত হইবেন এবং অধ্যাদেশটি প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহাদের ক্ষেত্রে যেইরূপ শর্ত প্রযোজ্য ছিল সেইরূপ শর্তে স্ব-স্ব পদে সংস্থায় চাকুরীরত থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে, যথাযথ নোটিশ ও নির্ধারিত ক্ষতিপূরণসহ তাহাদেরকে চাকুরী হইতে অপসারণ করা যাইবে ঃ

তবে আরও শর্ত থাকে যে, আপাতত বলবৎ চাকুরীর মেয়াদ ও শর্তে বা কোন রোয়েদাদে বা কোন সেটেলমেন্ট-এ বা কোন চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না, সরকার বা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সংস্থা উহার কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পারিশ্রমিক হ্রাস বা বৃদ্ধি বা তাহাদের চাকুরীর মেয়াদ ও শর্তাবলী পরিবর্তন করিতে পারিবে।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd